[২০২১] ৮ এস.সি.আর. ৮৫৫

হরীরাম ভাম্ভি

বনাম

সত্যনারায়ণ ও আরেকজন

(ফৌজদারি আপিল নং ১২৭৮/২০২১)

অক্টোবর ২৯, ২০২১

[ডা. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বি. ভি. নাগারত্ন, বিচারপতিদ্বয়]

তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯: ধারা ১৫ক(৩) এবং ১৫ক(৫) - ভুক্তভোগীদের অধিকার - ধারা ১৫ক-এর অধীনে নোটিশ অভিযুক্তের জামিন শুনানির সময় ভুক্তভোগী/নির্ভরশীলদের জারি করা হয়নি - প্রভাব - রায়: ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) স্পষ্টভাবে ফৌজদারি কার্যক্রমে ভুক্তভোগী বা তাদের নির্ভরশীলদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে - এই বিধানগুলি প্রান্তিক জাতির সদস্যকে কার্যকরভাবে মামলা পরিচালনা করতে এবং ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের প্রভাব মোকাবিলা করতে সক্ষম করে - উপ-ধারা (৩) "যেকোনো জামিন কার্যক্রম সহ যেকোনো আদালতের কার্যক্রমের যুক্তিসঙ্গত, সঠিক এবং সময়োপযোগী নোটিশ"-এর ব্যবহার থেকে স্পষ্ট যে, একটি পূর্বে নোটিশ পাওয়ার অধিকার প্রদান করে - উপ-ধারা (৫) ভুক্তভোগী বা নির্ভরশীলদের শুনানির অধিকার প্রদান করে - উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর বিধানগুলি, যা নোটিশ এবং শুনানির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত - নোটিশ জারি না করার ত্রুটি এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে শুনানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা (জামিন মঞ্জুর করার জন্য) পরবর্তী কার্যক্রমে শুনানি প্রদান করে (জামিন বাতিলের জন্য) নিরাময় করা যাবে না - প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সম্মতি আইনের আদেশ অনুসারে প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯: ধারা ১৫ক - নোটিশ জারি করতে অযৌক্তিক বিলম্ব - রায়: ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) ভুক্তভোগী বা তাদের নির্ভরশীলদের যুক্তিসঙ্গত এবং সময়োপযোগী নোটিশ জারি করার বিধান দেয় - এর অর্থ এই যে, নোটিশটি প্রথম বা সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে ভুক্তভোগী বা তাদের নির্ভরশীলদের জারি করা উচিত - যদি নোটিশ জারি করতে অযৌক্তিক বিলম্ব হয়, তবে ভুক্তভোগী বা, যেমনটি মামলা হতে পারে, তাদের নির্ভরশীলরা মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এবং অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা কার্যকরভাবে বিরোধিতা করার তাদের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে - এটি

শেষ পর্যন্ত জামিন প্রক্রিয়া বা বিচার বিলম্বিত করবে, যা অভিযুক্তের অধিকারকেও প্রভাবিত করবে।

জামিন: জামিন মঞ্জুর করার সময় আদালতের কর্তব্য - বিবেচনা - বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, "মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে" প্রথম প্রতিপক্ষকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত ছিল - জামিনের আদেশে জামিন মঞ্জুর করার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়নি, যথা (i) অপরাধের গুরুত্ব এবং গভীরতা; এবং (ii) অপরাধ সংঘটনে প্রথম প্রতিপক্ষের ভূমিকা - সুতরাং, হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার আদেশটি "ঘটনা ও পরিস্থিতি" সূত্রে একটি সর্বজনীন জমা এবং অনুসরণ করা রেকর্ডের ভিত্তিতে এড়ানো যাবে না - জামিন মঞ্জুর করার ভিত্তি নির্দেশ করে সংক্ষিপ্ত কারণগুলি অপরিহার্য, কারণ এটি আদালতের দ্বারা প্রদত্ত আদেশের ভিত্তি নির্দেশ করে - রায়/আদেশ - কারণযুক্ত আদেশ - তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯।

তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯: প্রণয়নের উদ্দেশ্য - আলোচিত।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

রায় দেয়: ১. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির সাংবিধানিক অধিকার পূরণের একটি স্বাস্থ্যকর জনস্বার্থ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য সংসদ কর্তৃক তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ধারা ১৫ক, যা তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের চতুর্থ-এ অধ্যায়ের অধীনে 'ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের অধিকার' শিরোনামে আসে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) সংশোধন আইন, ২০১৫-এর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছিল, যা ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে কার্যকর হয়েছিল। [প্যারা ১০, ১১] [৮৬৫-এফ; ৮৬৬-জি-এইচ]

২. ভারতে তদন্ত পুলিশের একচেটিয়া ডোমেইন, যেখানে ভুক্তভোগীদের প্রায়শই ফৌজদারি তদন্তে দর্শকের ভূমিকায় নামিয়ে আনা হয়। তদন্ত ও বিচারের সময় অপরাধের শিকারদের প্রায়শই কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে বিচারের সমাপ্তি পর্যন্ত ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা অদম্য বাধার সম্মুখীন হয়। চ্চবর্ণের সদস্যদের কাছ থেকে প্রতিশোধের ভয়, অজ্ঞতা বা পুলিশের উদাসীনতার কারণে, অনেক ভুক্তভোগী প্রথমেই অভিযোগ দায়ের করেন না।

যদি ভুক্তভোগী বা তাদের আত্মীয়রা পুলিশের কাছে যাওয়ার সাহস জোগাড় করে, তবে পুলিশ কর্মকর্তারা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে বা অভিযোগগুলি সঠিকভাবে রেকর্ড করতে অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত, যদি মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়, তবে ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীরা ভয় দেখানো, সহিংসতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের ঝুঁকিতে থাকে। তদুপরি, বর্ণ-ভিত্তিক অত্যাচারের অনেক অপরাধী দুর্বল তদন্ত এবং তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের অধীনে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীদের অবহেলার কারণে ছাড়া পেয়ে যায়। এর ফলে আইনের অধীনে নথিভুক্ত মামলাগুলি মিথ্যা এবং এর অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়। বিপরীতে, বাস্তবতা হল যে, অনেক খালাস অপর্যাপ্ত তদন্ত এবং অপরাধের বিচারের ফলস্বরূপ, যার ফলে অপর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি খালাসের হারের তুলনায় মিথ্যা অভিযোগের জন্য দণ্ডবিধির বিধান আকর্ষণকারী মামলার কম শতাংশ থেকে স্পষ্ট। [প্যারা ১২] [৮৬৭-সি-জি]

৩. ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) একটি পূর্বে নোটিশ পাওয়ার অধিকার প্রদান করে, যা "যেকোনো জামিন কার্যক্রম সহ যেকোনো আদালতের কার্যক্রমের যুক্তিসঙ্গত, সঠিক এবং সময়োপযোগী নোটিশ"-এর ব্যবহার থেকে স্পষ্ট। উপ-ধারা (৫) ভুক্তভোগী বা নির্ভরশীলদের শুনানির অধিকার প্রদান করে। উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর বিধানগুলি, যা নোটিশ এবং শুনানির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। নোটিশ জারি করার প্রয়োজনীয়তা শুনানির অধিকারকে সহজতর করে। [প্যারা ১৪] [৮৬৮-জি-এইচ; ৮৬৯-এ-সি]

সুনীতা গান্ধর্ব বনাম স্টেট অফ এমপি অ্যান্ড অন্য ২০২০ এসসি অনলাইন এমপি ২১৯৩; হেমাল অশ্বিন জৈন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া আর/স্পেশাল সিভিল অ্যাপ্লিকেশন নং ৬৩৬৯/২০২০ - নির্ভর করা হয়েছে।

৪. বর্তমান মামলায়, এটি স্পষ্ট যে, নোটিশ এবং শুনানির অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, যখন এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ১১৩২/২০১৯ প্রথম জামিন আবেদনে বিশেষ বিচারকের জামিন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে শুনানি করা হয়েছিল, তখন আপিলকারী আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। এসসি/এসটি আইনের ধারা ১৪ক(২) এর অধীনে আপিলটি প্রথম বিবাদীর দ্বারা চাপ দেওয়া হয়নি এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে।

যখন হাইকোর্ট ৭ নভেম্বর ২০১৯-এ এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ২৫১৮/২০১৯ গ্রহণ করে, তখন আবেদনকারীকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি। হাইকোর্ট জামিনের জন্য আবেদন মঞ্জুর করে। যখন আবেদনকারী জামিন বাতিলের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন, তখন একক বিচারক মতামত দেন যে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সম্মতি সেই নির্দিষ্ট পর্যায়ে ত্রুটি দূর করবে। সংসদ কর্তৃক আইনের আদেশ লঙ্ঘনের একটি স্পষ্ট ঘটনা ঘটেছে। সংসদ কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এবং (৫) প্রবর্তিত হয়েছে যাতে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা তাদের নির্ভরশীলদের শুনানির অধিকার নিশ্চিত করা যায়। এই বিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করা উচিত। নোটিশ জারি না করার ত্রুটি এবং ভুক্তভোগী বা তাদের নির্ভরশীলদের শুনানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা (জামিন মঞ্জুর করার জন্য) পরবর্তী কার্যক্রমে শুনানি প্রদান করে (জামিন বাতিলের জন্য) নিরাময় করা যাবে না। আইনের আদেশ অনুসারে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সম্মতি প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। [প্যারা ১৮, ১৯] [৮৭১-এ-এফ]

অজিত চৌধুরী বনাম স্টেট অফ ইউপি ২০২১ এসসি অনলাইন ৪১৭; বাশীর এম. বনাম স্টেট অফ কেরালা ২০২০ এসসি অনলাইন কের ১৬৭৫; ম্যারেনা অ্যান্ড ওআরএস। বনাম দ্য স্টেট অ্যান্ড ওআরএস। ২০২০ এসসি অনলাইন কের ১০৭৭; আবিদ বনাম স্টেট অফ রাজস্থান ২০২০ এসসি অনলাইন রাজ ২৭০৩ - নির্ভর করা হয়েছে।

৫. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির সদস্যদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অতীতের কোনো ঘটনা নয়। এটি এখনও আমাদের সমাজে একটি বাস্তবতা। অতএব, সংসদ কর্তৃক ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে প্রণীত আইনগুলি তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের সদস্যদের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫)-এ বর্ণিত আইনি প্রয়োজনীয়তার একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে। [প্যারা ২০] [৮৭১-এফ-জি]

৬. ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) ভুক্তভোগী বা তাদের নির্ভরশীলদের যুক্তিসঙ্গত এবং সময়োপযোগী নোটিশ জারি করার বিধান দেয়। এর অর্থ এই যে, নোটিশটি প্রথম বা সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে ভুক্তভোগী বা তাদের নির্ভরশীলদের জারি করা উচিত। যদি নোটিশ জারিতে অযথা বিলম্ব করা হয়, তাহলে ভুক্তভোগী, অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাদের নির্ভরশীলরা, মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত থাকবেন না এবং এটি অভিযুক্তের পক্ষে কার্যকরভাবে বিরোধিতা করার তাদের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এটি জামিন কার্যক্রম বা বিচারকে বিলম্বিত করবে, যা অভিযুক্তের অধিকারকেও প্রভাবিত করবে। [প্যারা ২১] [৮৭১-এইচ; ৮৭২-এ-বি]

রমেশ ভাওয়ান রাঠোর বনাম বিশনভাই হীরভাই মাকওয়ানা (২০২১) ৬ এসসিসি ২৩০ - নির্ভর করা হয়েছে।

৭. প্রথম প্রতিপক্ষের জামিন মঞ্জুর করার সময়, হাইকোর্ট তার আদেশে শুধুমাত্র নিহত ব্যক্তির স্ত্রী পিডব্লিউ-২-এর জমা রেকর্ড করে, যিনি বিচারের সময় তার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি তার ভাই 'কে'-এর সাথে গিয়েছিলেন; যে 'কে' নিহত ব্যক্তির নামে একটি বীমা পলিসি নিয়েছিলেন এবং 'কে' তার বন্ধুদের সাহায্যে বীমা পলিসির আয় পাওয়ার জন্য হত্যা করেছিলেন। হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার আদেশে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই, প্রথম প্রতিপক্ষের আইনজীবীর জমা রেকর্ড করার পর, পাবলিক প্রসিকিউটর জামিনের বিরোধিতা করেছেন বলে উল্লেখ করা ছাড়া। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, "মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে" প্রথম প্রতিপক্ষকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত ছিল। এই ধরনের আদেশ এড়ানো যাবে না। জমা এবং "ঘটনা ও পরিস্থিতি"-এর উপর ভিত্তি করে একটি সর্বজনীন সূত্রের মাধ্যমে কারণ রেকর্ড করার দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। সংক্ষিপ্ত কারণগুলি যা জামিন মঞ্জুর করার ভিত্তি নির্দেশ করে, তা অপরিহার্য, কারণ এটি আদালতের দ্বারা প্রদত্ত আদেশের ভিত্তি নির্দেশ করে। [প্যারা ২৩] [৮৭৩-এ-ডি]

৮. ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করার আগে, চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল। সিআরপিসি-এর ১৭৩ ধারার অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কল ডেটা রেকর্ডের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে, যা তাদের অবস্থান এবং ঘটনার তারিখ ও সময়ের কাছাকাছি ছিল। জামিনের আদেশে জামিন মঞ্জুর করার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির কোনো উল্লেখ নেই, যথা (i) অপরাধের গুরুত্ব এবং গভীরতা; এবং (ii) অপরাধ সংঘটনে প্রথম প্রতিপক্ষের ভূমিকা। এই পটভূমিতে, জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের আদেশ কার্যকর হতে পারে না।

আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী প্রত্যাহার চেয়ে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। বিতর্কিত আদেশে ৮ জুন ২০২১ তারিখে হাইকোর্টের একক বিচারক কেবল নিহত ব্যক্তির স্ত্রী পিডব্লিউ-২-এর বক্তব্যের ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর করার বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিবেচনাগুলি কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে আবার আলোচনা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, প্রথম প্রতিপক্ষের জামিন মঞ্জুর করার আদেশটি বাতিল করা উচিত। [প্যারা ২৪, ২৫] [৮৭৩-ডি-এইচ]

মামলার আইনের রেফারেন্স

(২০২১) ৬ এসসিসি ২৩০ নির্ভর করা হয়েছে প্যারা ২২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ার: ফৌজদারি আপিল নং ১২৭৮/২০২১

রাজস্থান হাইকোর্টের জয়পুর বেঞ্চের বিচার বিভাগের রায় ও আদেশ ০৮.০৬.২০২১ থেকে, জয়পুরে এসবি ফৌজদারি বিবিধ বাতিল জামিন আবেদন নং ২১।

অজিত কুমার ঠাকুর, রাম নাথ, অশোক কুমার বশিষ্ঠ, সান্দিভ কালিয়া, সতবীর সিং পিলানিয়া, এমএস. রীনা রাও, নন্দ রাম, ডা. সুশীল বালওয়াড়া, আবেদনকারীর আইনজীবী।

মনীষ শর্মা, কুমার দুষ্যন্ত সিং, চেতন্যা সিং, ইলেশ শুক্লা, এমএস. রিয়া সচনে, মিলিন্দ কুমার, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন ডা. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি।

১. ছুটি মঞ্জুর করা হল।

২. ০৯ জুন ২০১৮ তারিখে, আবেদনকারী পুলিশ স্টেশন কিশানগড়, জেলা আজমেরে এফআইআর নং ১১৬/২০১৮-এর ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেন, যা দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, তার ছোট ভাই রাম নিবাস ৮ জুন ২০১৮ তারিখে শ্রমিকের কাজ করার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। আবেদনকারীকে তার মা জানান যে, সেই সন্ধ্যায় রাম নিবাস তার শ্বশুর কিষাণ লালের সাথে দেখা করতে বাইরে গিয়েছিলেন এবং তিনি আর ফিরে আসেননি। ০৯ জুন ২০১৮ তারিখে, রাম নিবাসের স্ত্রী আবেদনকারীকে জানান যে, তার শ্বশুর কিষাণ লাল রাম নিবাসকে প্রায় ৩.০০টার দিকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা আপিলকারীকে জানান যে রাম নিবাসের মৃতদেহ কিষাণগড় থানা এলাকার একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপিলকারীর দায়ের করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়।

হরিরাম ভাম্ভি বনাম সত্যনারায়ণ ও আরেকজন ৮৬১

[ডঃ ধননিয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

যেহেতু নিহত ব্যক্তি তফসিলি জাতিভুক্ত ছিলেন, তাই তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি যোগ করা হয়েছিল। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কিষাণ লাল এবং আরও তিনজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে, যাদের মধ্যে প্রথম প্রতিপক্ষের নাম ছিল এ-৪, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের ১৭৩ ধারার অধীনে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৩. সেশন আদালতে জামিনের জন্য তার আবেদন প্রত্যাখ্যানের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রথম প্রতিপক্ষ রাজস্থান হাইকোর্টে জামিনের পরিবর্ধন চেয়ে আবেদন করেন। অভিযোগকারীকে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর অধীনে তাকে নোটিশ দেওয়া হয়নি। তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের। ৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে আপিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

৪. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে, প্রথম প্রতিপক্ষ বিশেষ বিচারক, তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) মামলা, আজমীরের কাছে জামিনের জন্য আবেদন করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশেষ বিচারকের আদেশ দ্বারা জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বিশেষ বিচারক পাঁচটি সাক্ষীর বিবৃতি উল্লেখ করেন - পিডব্লিউ১ সুরেশ, পিডব্লিউ২ শ্রীমতি আরাম দেবী, পিডব্লিউ৩ হরি রাম, পিডব্লিউ৪ রামশঙ্কর এবং পিডব্লিউ৫ গোকুল সিং রেকর্ড করা হয়েছিল, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা বাকি ছিল। ফলস্বরূপ, জামিনের দ্বিতীয় আবেদন প্রথম প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। প্রথম প্রতিপক্ষ জামিনের দ্বিতীয় আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেন। তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের ১৫ক ধারার বিধান অনুসারে আবেদনকারীকে কোনো নোটিশ জারি করা হয়নি।

৫. ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে, হাইকোর্ট আপিল কার্যক্রমে যুক্তি শোনেন, যা প্রথম প্রতিপক্ষের আইনজীবীর মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়েছিল। পিডব্লিউ২, নিহত ব্যক্তির স্ত্রী, বলেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি তার শ্যালকের (সহ-অভিযুক্ত কিষাণ লাল) সাথে গিয়েছিলেন, যিনি নিহত ব্যক্তির নামে একটি বীমা পলিসি নিয়েছিলেন এবং কিষাণ লাল তার বন্ধুদের সাহায্যে বীমা পলিসির আয় পাওয়ার জন্য হত্যা করেছিলেন। প্রথম বিবাদীর উপরোক্ত বক্তব্য রেকর্ড করার পর, হাইকোর্ট ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রথম বিবাদীর জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। হাইকোর্টের আদেশটি নিম্নরূপঃ

১ "তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইন"

২ "সিআরপিসি"

৩ এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ১১৩২/২০১৯

৪ ফৌজদারি বিবিধ মামলা নং ১২৫৩/২০১৯

৫ এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ২৫১৮/২০১৯

৬ এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ২৫১৮/২০১৯

১. তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের ১৪ক(২) ধারার অধীনে বর্তমান ফৌজদারি আপিলটি এফআইআর নং ১১৬/২০১৮-এর সাথে সম্পর্কিত, যা পুলিশ স্টেশন কিশানগড়, জেলা আজমীরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১ ধারা এবং তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের ৩(১) এবং ৩(২)(v) ধারার অধীনে অপরাধের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন যে, আবেদনকারীকে মিথ্যাভাবে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আবেদনকারীর আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে, নিহত শ্রীমতি আরাম দেবী (পিডব্লিউ-২) তার বিবৃতিতে বলেছেন, যা বিচারের সময় রেকর্ড করা হয়েছে, যে নিহত ব্যক্তি তার ভাই সহ-অভিযুক্ত কিষাণ লালের সাথে গিয়েছিলেন, যিনি তার নামে একটি বীমা পলিসি নিয়েছিলেন এবং তার নামে একটি ট্রেলারও কিনেছিলেন এবং বীমা পলিসির অর্থ নেওয়ার জন্য কিষাণ লাল তার বন্ধুদের সাহায্যে তার স্বামীকে হত্যা করেছিলেন। আবেদনকারীর আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে, তার বিরুদ্ধে তার বিবৃতিতে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি এবং আবেদনকারী ১১.০৬.২০১৮ তারিখ থেকে কারাগারে রয়েছেন।

৩. বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবী আপিলের বিরোধিতা করেছেন।

৪. মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত হবে।

৫. ২৫.০৯.২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক, তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) মামলা, আজমীর কর্তৃক পাস করা আদেশ বাতিল করা হল এবং এই আপিলটি সেই অনুযায়ী মঞ্জুর করা হল এবং অভিযুক্ত সত্যনারায়ণ, পিতা শ্রী সোহান্দাসকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল, তবে শর্ত থাকে যে, তিনি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার দুটি জামিন বিজ্ঞ বিচার আদালতের সন্তুষ্টি অনুযায়ী দাখিল করবেন, এই শর্তে যে, তিনি আদালতের সামনে উপস্থিত হবেন এবং যে কোনো আদালতের সামনে, যেখানে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হবে, পরবর্তী সমস্ত শুনানির তারিখে এবং যখন তাকে ডাকা হবে।

৬. আপিলকারী জামিন বাতিলের জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৯(২) ধারার অধীনে হাইকোর্টে আবেদন করেন। ইতিমধ্যে, হাইকোর্টের আরেকজন একক বিচারক, ২৯ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের এক আদেশে, তিন সহ-অভিযুক্ত - কালু রাম, কিষাণ লাল এবং চমন লালের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

হরিরাম ভাম্ভি বনাম সত্যনারায়ণ ও আরেকজন ৮৬৩

[ডঃ ধননিয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

হাইকোর্টের আগে জামিন বাতিলের জন্য আবেদনটি মূলত এই ভিত্তিতে সরানো হয়েছিল যে, তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের ১৫ক ধারার উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে আবেদনকারীকে কোনো নোটিশ জারি করা হয়নি, যার ফলে ১৫ক ধারার উপ-ধারা (৫)-এর অধীনে শুনানির কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। একক বিচারক যিনি ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে জামিন বাতিলের জন্য আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এই ভিত্তিতে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, আবেদনকারীকে জামিন বাতিলের জন্য শুনানি করা হচ্ছে না, ১৫ক ধারার উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছিল। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে:

"তফসিলি জাতি/তফসিলি উপধারা (৩)(৫) এর অনুবর্তিতার ক্ষেত্রে, যেহেতু এই আদালত আজ অভিযোগকারী-আবেদনকারীর পক্ষে গুণাগুণের ভিত্তিতে পরামর্শ শুনেছে, তাই তফসিলি জাতি/তফসিলি উপধারা (৩)(৫) এর অধীনে অভিযোগকারী-আবেদনকারী (ভুক্তভোগী) কে নোটিশ জারির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে।

০৭.১১.২০১৯ তারিখে আদেশটি এই আদালত পিডব্লিউ-২, শ্রীমতি আরাম দেবী, নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর বিবৃতি বিবেচনা করার পর পাস করেছে, তাই এই আদেশটি প্রত্যাহার করার কোনো কারণ আমি দেখি না। যেমন, এই ফৌজদারি বিবিধ জামিন বাতিল আবেদনটি এতদ্বারা খারিজ করা হল।"

৭. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অজিত কুমার ঠাকুরের বক্তব্য শুনেছি। প্রথম প্রতিপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মণীশ শর্মা উপস্থিত হয়েছেন, যখন বিজ্ঞ আইনজীবী চেতন্যা সিং রাজস্থান রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। আবেদনকারীর পক্ষে, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে:

(i) হাইকোর্ট কর্তৃক আবেদনকারীকে নোটিশ জারি না করার কারণে তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আইনের ১৫ক ধারার বিধানের একটি মৌলিক লঙ্ঘন হয়েছে, যিনি অভিযোগকারী হিসাবে আইনের অধীনে যেকোনো কার্যক্রমে, অন্তর্বর্তীকালে জামিন সম্পর্কিত বিষয়ে শুনানি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন;

(ii) প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্টের আগে দায়ের করা আপিল, যা বিশেষ বিচারক কর্তৃক প্রথম জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে ছিল, আবেদনকারীকে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল এবং ৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, আপিলটি চাপ না দেওয়ার কারণে খারিজ করা হয়েছিল;

(iii) হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন মঞ্জুরের আগে ধারা ১৫ক এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর অধীনে আপিলকারীকে নোটিশ জারি করতে ব্যর্থতা পরবর্তীতে এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে রদ করা যাবে না যে আপিলকারীর জামিন বাতিলের আবেদনের উপর শুনানি চলছে;

(iv) ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশে একক বিচারক শুধু অভিযুক্তের আইনজীবীর বক্তব্য রেকর্ড করেন, যেখানে তিনি জানান যে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার বক্তব্যে অভিযোগ করেন যে মৃত ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে গিয়েছিলেন, যিনি মৃত ব্যক্তির নামে একটি বীমা পলিসি করিয়েছিলেন এবং কিষাণ লাল, মৃত ব্যক্তির শ্যালক, তার বন্ধুদের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন।

(v) ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে তদন্তের পর দাখিল করা চূড়ান্ত রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে মৃত ব্যক্তির হত্যার সাথে প্রথম প্রতিবাদীর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদন্তে প্রকাশ পায় যে প্রথম প্রতিবাদী তার দুজন সহযোগীর সাথে মিলে হত্যায় অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও রয়েছে; এবং

(vi) মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও মায়ের ১৬১ ধারার জবানবন্দী ছাড়াও, ১ জুন ২০১৮ থেকে ১১ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অভিযুক্তের কল ডেটা রেকর্ড পাওয়া গেছে। কল ডেটা রেকর্ড থেকে জানা যায় যে উক্ত সময়ের মধ্যে সকল অভিযুক্ত একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ছিলেন এবং অপরাধের সময়ের কাছাকাছি ছিলেন। কল ডেটা রেকর্ড অপরাধের সময় অভিযুক্তের অবস্থানও নির্দেশ করে।

৮. অন্যদিকে, প্রথম প্রতিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে:

(i) জামিন মঞ্জুর করার আদেশে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী রাম নিবাসের বক্তব্যকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে, যেখানে তিনি জানান যে তার শ্যালক কিষাণ লাল তার বন্ধুদের সাহায্যে বীমার টাকা পাওয়ার জন্য তাকে হত্যা করেছেন, যা মৃত ব্যক্তির নামে করা হয়েছিল এবং মূল ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ কিষাণ লালের বিরুদ্ধে;

(ii) এই আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আপিলকারীর জামিন মঞ্জুরের আগে শুনানি করা উচিত ছিল, তবে আদালত হাইকোর্টে মামলাটি ফেরত পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে; এবং

(iii) ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মুক্তির পর থেকে প্রথম প্রতিবাদী এমন কোনো কাজ করেননি যা তার স্বাধীনতার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

৯. অতিরিক্ত এস.পি., গ্রামীণ জেলা, আজমের, রাজস্থান রাজ্যের পক্ষ থেকে একটি পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। হলফনামায় বলা হয়েছে যে, তদন্তের সময় জানা গেছে যে রাম নিবাসের শ্যালক কিষাণ লাল, বিজয় নগর থেকে বান্দেরসিন্দরি পর্যন্ত গাড়িটি নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। কিছু সময় পর, স্থানীয় বাসিন্দারা রাম নিবাসের দেহ কিষাণগড় এলাকায় গোকুল সিং ধাবা নামের একটি দোকানের সামনে ফেলে দিতে দেখেন। সাক্ষীদের ১৬১ ধারার জবানবন্দী অনুসারে, এসসি/এসটি আইনের ৩(২)(v) ধারা যোগ করা হয়েছে; অভিযুক্ত তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি সম্প্রদায়ের সদস্য। হলফনামা অনুসারে, যে গাড়িটিতে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটি অভিযুক্তদের নির্দেশে সরানো হয়েছিল, যার মধ্যে প্রথম প্রতিবাদীও ছিলেন। উপরন্তু, এটা জমা দেওয়া হয়েছে যে, ৯ জুন ২০১৮ তারিখে অভিযুক্তের অবস্থান এবং বান্দনওয়াড়ার কাছাকাছি দুপুর ১টার দিকে ক্রমাগত কথোপকথনের কল ডেটা রেকর্ডের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় এবং এর পরে হলফনামায় অভিযুক্তদের সকলের অবস্থান একই জায়গায় ছিল। হলফনামায় আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম প্রতিবাদী একজন অভ্যাসগত অপরাধী; এর আগে তার বিরুদ্ধে কেস নং ৭৫/২০০৮-এ এসিজেএম-০১, কেকরি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ৪৯৮এ এবং ৪০৬ আইপিসি ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

১০. সংসদ এসসি/এসটি আইন প্রণয়ন করেছে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের সাংবিধানিক জনস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে। ১৯৮৯ সালের বিলে উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করে:

"১. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্ত্বেও, তারা দুর্বল রয়ে গেছে। তাদের নাগরিক অধিকার অস্বীকার করা হয়। তারা বিভিন্ন অপরাধ, অপমান, লাঞ্ছনা এবং হয়রানির শিকার হয়। তাদের জীবন ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়।

২. শিক্ষার মাধ্যমে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে, তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে এবং এটি অন্যদের প্রতি খুব সদয়ভাবে করা হচ্ছে। যখন তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধ্যতামূলক ন্যূনতম মজুরি দাবি করে বা অস্পৃশ্যতার মতো প্রথা প্রতিরোধ করে, তখন স্বার্থান্বেষী মহল তাদের দমন ও সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। যখন তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিরা তাদের প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর সম্মান বা মহিলাদের সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করে, তখন তারা প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। এমনকি সরকারের বরাদ্দ করা পেশা, চাষাবাদ এবং জমি তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং প্রায়শই এই লোকেরা স্বার্থান্বেষী মহলের আক্রমণের শিকার হয়। সাম্প্রতিককালে, তফসিলি জাতির লোকেরা মানুষের মলমূত্র খাওয়া এবং অসহায় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের উপর আক্রমণ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের মহিলাদের ধর্ষণ করার মতো ঘৃণ্য অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৫৫ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির সাধারণ বিধানের মতো বিদ্যমান আইনগুলি এই অপরাধগুলি দমন করার জন্য অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই অ-তফসিলি জাতি এবং অ-তফসিলি উপজাতিদের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলি দমন ও প্রতিরোধ করার জন্য একটি বিশেষ আইন তৈরি করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

৩. 'অত্যাচার' শব্দটির সংজ্ঞা এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এটি প্রয়োজনীয় যে শুধু 'অত্যাচার' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়, বরং এই ধরনের অত্যাচার সংঘটনের জন্য উচ্চতর শাস্তির বিধান করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা চালু করা উচিত। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের নির্যাতিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাবও করা হয়েছে এবং যেখানে অত্যাচার সংঘটিত হয়, সেখানে পর্যাপ্ত ত্রাণ প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৪. বিলটির লক্ষ্য এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা।

১১. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) সংশোধন আইন, ২০১৫ দ্বারা ১৫ক ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, যা এসসি/এসটি আইনের চতুর্থ অধ্যায় 'নির্যাতিত ও সাক্ষীদের অধিকার'-এর অধীনে আসে এবং যা ২০১৬ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে।

হরিরাম ভাম্ভি বনাম সত্যনারায়ণ ও আরেকজন ৮৬৭
[ডঃ ধননিয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে, যা চতুর্থ অধ্যায়-এ-এর সংযোজনের সাথে ছিল, তা নিম্নরূপ:

"(জে) 'নির্যাতিত ও সাক্ষীদের অধিকার' সম্পর্কিত একটি নতুন চতুর্থ অধ্যায় সংযোজন করা এবং নির্যাতিত, তাদের নির্ভরশীল এবং সাক্ষীদের যেকোনো ধরনের ভয় দেখানো, জোর করা বা সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্যের উপর কিছু নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপ করা।"

১২. ভারতে তদন্ত পুলিশের একচেটিয়া ক্ষেত্র, যেখানে নির্যাতিতদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দর্শকের ভূমিকা দেওয়া হয়। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় নির্যাতিতরা প্রায়শই তদন্তের সময় উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হন। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিরা বিশেষভাবে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত দুর্বলতার শিকার হন। অভিযোগ দায়ের করা থেকে শুরু করে বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হন। উচ্চ বর্ণের সদস্যদের প্রতিশোধের ভয়, অজ্ঞতা বা পুলিশের উদাসীনতার কারণে, অনেক নির্যাতিত ব্যক্তি প্রথমে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন না। যদি নির্যাতিত বা তাদের আত্মীয়রা অভিযোগ দায়ের করার সাহস দেখান, তবে পুলিশ কর্মকর্তারা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে বা অভিযোগ সঠিকভাবে রেকর্ড করতে অনিচ্ছুক হন। যদি মামলা নথিভুক্ত করাও হয়, তবে নির্যাতিত এবং সাক্ষীরা ভয় দেখানো, সহিংসতা এবং সামাজিক বয়কটের ঝুঁকিতে থাকেন। অধিকন্তু, বর্ণ-ভিত্তিক অত্যাচারের অনেক অপরাধী দ্রুত খালাস পেয়ে যান। এর ফলে এসসি/এসটি আইনের অধীনে নথিভুক্ত মামলাগুলিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার কম হয়, যা এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয় যে এই আইনের অধীনে নথিভুক্ত মামলাগুলি মিথ্যা এবং এর অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিপরীতে, বাস্তবতা হল যে অনেক খালাস দুর্বল তদন্ত এবং অপর্যাপ্ত প্রমাণের কারণে হয়। মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কিত ফৌজদারি আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করার তুলনায় খালাসের হার থেকে এটি স্পষ্ট।

(১) সি প্রভু, প্রোটেক্টিং দ্য রাইটস অফ ভিকটিমস অ্যান্ড উইটনেস ইন কাস্ট-বেসড অ্যাট্রোসিটিজ, সেন্টার ফর ল অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ ব্লগ, এখানে উপলব্ধ: https://clpr.org.in/blog/protecting-the-rights-of-victims-witnesses-in-caste-based-atrocities/ (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০), ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দেখা হয়েছে।

(২) শুভ্রদীপ সরকার, দ্য কোয়েস্ট ফর ভিকটিমস' জাস্টিস ইন ইন্ডিয়া, হিউম্যান রাইটস ব্রিফ ১৭(২) (২০১০), পৃষ্ঠা ১৬-২০।

(৩) স্থাবীর খোরা, মিসকনস্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যান্টি-অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাক্ট'স মিসইউজ, ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ৫৩ (১৫) (১৪ এপ্রিল ২০১৮)।

১৩. এসসি/এসটি আইনের ১৫ক ধারায় বর্ণ-ভিত্তিক অত্যাচারের শিকার এবং সাক্ষীদের অধিকার রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। ১৫ক ধারার উপধারা (৩) এবং (৫) বিশেষভাবে শিকার বা তাদের নির্ভরশীলদের ফৌজদারি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশীদার হওয়ার ক্ষমতা দেয়। এই বিধানগুলি প্রান্তিক শ্রেণীর সদস্যদের কার্যকরভাবে একটি মামলা অনুসরণ করতে এবং ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের প্রভাব মোকাবিলা করতে সক্ষম করে। ১৫ক ধারার উপধারা (১) থেকে (৫) নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

"১৫ক(১) শিকার, তাদের নির্ভরশীল এবং সাক্ষীদের যেকোনো ধরনের ভয় দেখানো, জোর করা বা সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকবে।

(২) শিকারকে ন্যায্য, সম্মান ও মর্যাদার সাথে এবং শিকারের বয়স বা লিঙ্গ বা শিক্ষাগত অসুবিধা বা দারিদ্র্যের কারণে উদ্ভূত কোনো বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে আচরণ করতে হবে।

(৩) শিকার বা তার নির্ভরশীলদের যেকোনো আদালত কার্যক্রম, যার মধ্যে যেকোনো জামিনের কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত, এবং বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি বা রাজ্য সরকারকে এই আইনের অধীনে যেকোনো কার্যক্রম সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত, সঠিক এবং সময়োপযোগী বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকার থাকবে।

(৪) শিকার বা তার নির্ভরশীলদের, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত বা একচেটিয়া বিশেষ আদালতে যেকোনো নথি বা উপাদান, সাক্ষী উপস্থাপন বা উপস্থিত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার জন্য পক্ষদের তলব করার জন্য আবেদন করার অধিকার থাকবে।

(৫) শিকার বা তার নির্ভরশীলরা জামিন, মুক্তি, প্যারোল, দোষী সাব্যস্তকরণ বা অভিযুক্তের সাজার বিষয়ে এই আইনের অধীনে যেকোনো কার্যক্রমে শুনানির অধিকারী হবেন এবং দোষী সাব্যস্তকরণ, খালাস বা সাজার বিষয়ে যেকোনো সংযুক্ত কার্যক্রম বা যুক্তিতর্ক এবং লিখিত জমা দাখিল করতে পারবেন।"

(গুরুত্ব যোগ করা হলো)

১৪. ধারা ১৫ক-এর উপ-ধারা (৩) ভুক্তভোগী বা তাদের উপর নির্ভরশীলদের জামিন কার্যক্রম সহ যেকোনো আদালতের কার্যক্রমের যুক্তিসঙ্গত, নির্ভুল এবং সময়োপযোগী নোটিশ পাওয়ার আইনগত অধিকার প্রদান করে। এছাড়াও, উপ-ধারা (৩) আইনের অধীনে যেকোনো কার্যক্রম সম্পর্কে ভুক্তভোগীকে অবহিত করার জন্য একজন বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর বা রাজ্য সরকারকে বাধ্যতামূলক করে। উপ-ধারা (৩) একটি পূর্ব নোটিশ পাওয়ার অধিকার প্রদান করে, যা "যেকোনো জামিন কার্যক্রম সহ

যেকোনো আদালতের কার্যক্রমের যুক্তিসঙ্গত, নির্ভুল এবং সময়োপযোগী নোটিশ" এই অভিব্যক্তির ব্যবহার থেকে স্পষ্ট হয়। যেকোনো জামিনের কার্যক্রম সহ যেকোনো কার্যক্রমের বিষয়ে শিকার বা নির্ভরশীলদের শুনানির অধিকারের কথা উপ-ধারা (৫) তে বলা হয়েছে। "নির্ভরশীল" অভিব্যক্তিটি ধারা ২(বিবি) তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"২(বিবি) 'নির্ভরশীল' মানে হলো শিকারের স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, ভাই এবং বোন, যারা তাদের সমর্থন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানত এই শিকারের উপর নির্ভরশীল।"

উপ-ধারা (৩) এর বিজ্ঞপ্তি এবং উপ-ধারা (৫) এর বিধানগুলি, যা শুনানির অধিকার প্রদান করে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। বিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজনীয়তা শুনানির অধিকারকে সহজ করে তোলে।

১৫. অনেক হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছে যে, ১৫ক ধারা প্রবর্তিত হয়েছে শিকার এবং সাক্ষীদের অধিকার রক্ষার জন্য, যাদের অধিকার প্রায়শই তাদের দুর্বল সামাজিক অবস্থানের কারণে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সমান সুবিধাভোগী হিসাবে উপেক্ষা করা হয়। সুনিতা গান্ধর্ব বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যের মামলায়, ১৫ক ধারা সংযোজনকারী সংশোধনের উদ্দেশ্য তুলে ধরার সময় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে:

"২১. বছরের পর বছর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, সংজ্ঞায় কিছু অস্পষ্টতা এবং কিছু পদ্ধতিগত জড়তার কারণে আইনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি, তাই এটিকে আরও বেশি শিকার-কেন্দ্রিক করার জন্য সংশোধনী আইন প্রবর্তিত হয়েছিল।

২২. আইন প্রণয়নকারীর পুনরাবৃত্ত অভিপ্রায় নিয়ে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আইনের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বিচার এবং শিকারদের অধিকার রক্ষা করা। ধারা ২(ইসি) দ্বারা শিকারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং ধারা ১৪-ক, ১৫-এ, 'শিকার এবং সাক্ষীদের অধিকার' প্রবর্তিত হয়েছে তাদের আইনি এবং সময়োপযোগী যত্ন নেওয়ার জন্য। শিকারের সংজ্ঞায় আত্মীয়স্বজন, আইনি অভিভাবক এবং আইনি উত্তরাধিকারী অন্তর্ভুক্ত, এবং এই সংজ্ঞা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ধারা ২(ওয়া) তে প্রদত্ত শিকারের সংজ্ঞার চেয়ে অনেক বিস্তৃত, যেখানে আত্মীয়স্বজন অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের ১৫ক ধারা শিকার এবং সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া প্রদান করে। এমনকি শিকারকে জামিনের আবেদনের শুনানির সময় আদালতের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আদালত কর্তৃক জামিন বাতিল বা প্রত্যাহার করার অধিকার শিকার এবং সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার অন্যতম পদক্ষেপ।"

[১১]২০২০ এসসিসি অনলাইন এমপি ২১৯৩।

১৬. গুজরাট হাইকোর্ট হেমাল অশ্বিন জৈন বনাম ভারত সরকারের মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৩৭. শিকারদের, এমনকি আজও, তদন্তের পর্যায়ে অধিকারের কোনো আভাস নেই এবং ফৌজদারি মামলার বিচার পর্যায়ে তারা দুর্বল অবস্থানে থাকে।

৫৩. আমরা শ্রী পোপাতের এই যুক্তিতেও প্রভাবিত নই যে সংশোধনী আইনের ১৫ক(৩) ধারাকে নির্দেশক হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, বাধ্যতামূলক নয়। ধারাটির স্পষ্ট পাঠ থেকে দেখা যায়, জামিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিকারকে অবগত করতে হবে এবং শুনানির সুযোগ দিতে হবে। যখন কোনো আইন স্পষ্টভাবে জামিনের বিষয়ে যেকোনো কার্যক্রমে শিকার/নির্ভরশীলদের শুনানির অধিকার প্রদান করে এবং আদালত সেই সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন আমাদের মতে, এটি আইনের একটি অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা। সংশোধনী আইনের ১৫ক(৩) ধারার বিধানের অ-সম্মতি আদেশটিকে বাতিল এবং অকার্যকর করে তুলবে। যদি সংশোধনী আইনের ১৫ক(৩) ধারাকে নির্দেশক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে এই বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে, তা ব্যর্থ হবে।

৬১. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা উল্লেখ করছি যে সংশোধনী আইনের ১৫ক(৩) ধারা বাধ্যতামূলক, নির্দেশক নয়।"

(গুরুত্ব যোগ করা হলো)

১৭. গুজরাট হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে যে, আদালতের কার্যক্রমের বিজ্ঞপ্তি শিকার বা নির্ভরশীলদের ১৫ক(৩) ধারার অধীনে জারি করা বাধ্যতামূলক, যাতে তাদের শুনানির সুযোগ দেওয়া যায়, তা একাধিক হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যার মধ্যে রাজস্থান হাইকোর্টের সিদ্ধান্তও রয়েছে। আমরা এই প্রস্তাবের সাথে একমত এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ১৫ক ধারার উপ-ধারা (৩) এবং (৫) প্রকৃতিগতভাবে বাধ্যতামূলক।

১২. আর/বিশেষ সিভিল আবেদন নং ৬৩৬৯/২০২০ (গুজরাট হাইকোর্ট), এখানে উপলব্ধ: https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-580514.pdf (২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দেখা হয়েছে)।

১৩. অজিত চৌধুরী বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, ২০২১ এসসিসি অনলাইন এলাহাবাদ ৪১৭ (এলাহাবাদ হাইকোর্ট); বাশির এম. ভি. বনাম কেরল রাজ্য, ২০২০ এসসিসি অনলাইন কের ১৬৭৫ (কেরালা হাইকোর্ট); এবং মঙ্গেনা এবং অন্যান্য বনাম রাজ্য ও অন্যান্য, ২০২০ এসসিসি অনলাইন কার ১০৭৭ (কর্ণাটক হাইকোর্ট)।

১৪. আবিদ বনাম রাজস্থান রাজ্য, ২০২০ এসসিসি অনলাইন রাজ ২৭০৩।

১৮. বর্তমান মামলায়, এটা স্পষ্ট যে বিজ্ঞপ্তি এবং শুনানির অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, যখন এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ১১৩২/২০১৯ প্রথম জামিনের আবেদনে বিশেষ আদালতের জামিন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে শোনা হয়েছিল, আপিলকারী আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। এসসি/এসটি আইনের ১৪ক(২) ধারার অধীনে আপিল প্রথম প্রতিবাদী দ্বারা পেশ করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছিল। ১৪ক(২) ধারা নিম্নরূপ:

"১৪ক(২) ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৩৭৮ ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ আদালত বা একচেটিয়া বিশেষ আদালত কর্তৃক জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি আপিল করা যেতে পারে।"

১৯. যখন হাইকোর্ট ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে এস.বি. ফৌজদারি আপিল নং ২৫১৮/২০১৯ গ্রহণ করে, তখন কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। আদালত আপিলকারীর আবেদন মঞ্জুর করে। যখন আপিলকারী জামিন বাতিলের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করে, তখন একক বিচারক মতামত দেন যে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে চললে সেই পর্যায়ে ত্রুটি দূর করা যাবে। বিধিবদ্ধ আইনের আদেশ লঙ্ঘনের একটি স্পষ্ট ঘটনা ঘটেছে। সংসদ উপ-ধারা (৩) এবং (৫) প্রবর্তন করেছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তির শুনানি নিশ্চিত করার জন্য। এই বিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করা উচিত। বিজ্ঞপ্তি জারি না করার এবং শিকার বা তার নির্ভরশীলকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে (জামিন মঞ্জুরের জন্য) শুনানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার একক বিচারকের সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত হতে পারি না, যা পরবর্তীকালে (জামিন বাতিলের জন্য) উদ্ভূত কার্যক্রমে শুনানি প্রদানের মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে। বিধিবদ্ধ আইনের আদেশ অনুসারে প্রতিটি পর্যায়ে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে চলতে হবে।

২০. তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের সদস্যদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অতীতের কোনো ঘটনা নয়। তারা আজও আমাদের সমাজে একটি বাস্তবতা। তাই তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত আইনি বিধানগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং আন্তরিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান মামলায় উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এ বর্ণিত আইনি প্রয়োজনীয়তার একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটেছে।

২১. আমরা আরও জোর দিচ্ছি যে ১৫ক ধারার উপ-ধারা (৩) তে শিকার বা তার নির্ভরশীলকে যুক্তিসঙ্গত এবং সময়োপযোগী বিজ্ঞপ্তি জারি করার বিধান রয়েছে। এর জন্য বিজ্ঞপ্তি শিকার বা তাদের নির্ভরশীলদের উপর জারি করতে হবে

তাদের নির্ভরশীলদের প্রথম বা সম্ভাব্য প্রথম উদাহরণে বিজ্ঞপ্তি জারির ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে। যদি অযৌক্তিক বিলম্ব হয়, তবে শিকার বা, যেমনটি মামলা, তাদের নির্ভরশীলরা মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবে এবং এটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে তাদের অধিকার প্রয়োগে বাধা দেবে। এটি বিচারের কার্যক্রম বা বিচার বিলম্বিত করবে, যা অভিযুক্তের অধিকারকেও প্রভাবিত করবে।

২২. এসসি/এসটি আইনের বিধান লঙ্ঘনের পাশাপাশি, একক বিচারকের জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিবেচনার প্রয়োগের অভাব রয়েছে। এই আদালত রমেশ ভবান রাঠোর বনাম বিশানভাই হীরাভাই মাকওয়ানার মামলায় (যার মধ্যে আমরা একজন (বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়) অংশ ছিলাম), জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করেছে। এই আদালত আরও জোর দিয়েছে যে, একজন বিচারকের কারণ উল্লেখ করা শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং বিচার বিভাগীয় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার একটি অনুশীলন, যা ন্যায়বিচারের ভিত্তি হিসাবে আরও যাচাইয়ের জন্য সিদ্ধান্তটিকে উপলব্ধ করে তোলে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৩৯. ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুর করা বিচার বিভাগীয় বিবেচনার অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় বিবেচনা, অন্য কোনো বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মতো, কাঠামোগত নয়। কারণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব একটি গুরু পূর্ণ সুরক্ষা যা নিশ্চিত করে যে আদালতকে অর্পিত বিবেচনার ক্ষমতা একটি বিচার বিভাগীয় পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি বিচার বিভাগীয় আদেশের কারণ লিপিবদ্ধ করা নিশ্চিত করে যে আদেশের অন্তর্নিহিত চিন্তাভাবনা যাচাইয়ের অধীন এবং এটি ন্যায়বিচার এবং যুক্তিসঙ্গততার উদ্দেশ্য পূরণ করে...।

৪০. আমরা বিশানের (এ-৬) জামিনের আবেদন যে পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তাতে আমাদের অসন্তোষ লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। হাইকোর্ট এই বলে তার জামিন মঞ্জুরের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছে যে, তারা রেকর্ডে থাকা উপাদানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছে এবং "বিস্তারিতভাবে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা না করে" জামিন মঞ্জুর করেছে, যা বিবেচনা করে:

(১) মামলার ঘটনা;

(২) অভিযোগের প্রকৃতি;

(৩) অপরাধের গুরুত্ব; এবং

(৪) অভিযুক্তের উপর আরোপিত ভূমিকা।"

১২ (২০২১) ৬ এসসিসি ২৩০।

২৩. প্রথম প্রতিবাদীকে জামিন মঞ্জুর করার সময়, হাইকোর্ট তার ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের আদেশে শুধুমাত্র প্রথম প্রতিবাদীর আইনজীবীর দাখিল রেকর্ড করেছে। পিডব্লিউ-২, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, বিচারের সময় তার বক্তব্যে বলেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তি তার ভাই কিষাণ লালের সাথে গিয়েছিলেন, যিনি মৃত ব্যক্তির নামে একটি বীমা পলিসি করিয়েছিলেন এবং কিষাণ লাল তার বন্ধুদের সাহায্যে বীমার টাকা পাওয়ার জন্য হত্যাটি করেছিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও, প্রথম প্রতিবাদীর দাখিল রেকর্ড করার পর হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার আদেশে কোনো কারণ দেখানো হয়নি। হাইকোর্ট "মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে" প্রথম প্রতিবাদীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত বলে মনে করেছে। এই ধরনের আদেশ শুধুমাত্র "ঘটনা ও পরিস্থিতি" সূত্র অনুসরণ করে কারণ উল্লেখ করাকে সমর্থন করতে পারে না। জামিন মঞ্জুর করার ভিত্তি হিসাবে সংক্ষিপ্ত কারণগুলি অপরিহার্য, কারণ আদালতের দেওয়া কারণগুলি আদেশের ভিত্তি নির্দেশ করে।

২৪. হাইকোর্ট ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের আদেশে জামিন মঞ্জুর করার আগে, ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল। ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৭৩ ধারার অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তদের কল ডেটা রেকর্ডের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে, যারা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ছিল, সেইসাথে ঘটনার তারিখ ও সময়ের কাছাকাছি তাদের অবস্থানও ছিল। জামিনের আদেশে জামিন মঞ্জুর করার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির কোনো উল্লেখ নেই, যেমন (i) অপরাধের গুরুত্ব এবং গুরুত্ব; এবং (ii) অপরাধ সংঘটনে প্রথম প্রতিবাদীর ভূমিকা। এই পরিস্থিতিতে, জামিন মঞ্জুর করার হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখা যায় না। আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, আপিলকারী তার প্রত্যাহার চেয়ে একটি আবেদন দাখিল করেছিল। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একক বিচারক ৮ জুন ২০২১ তারিখের আদেশে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পিডব্লিউ-২ এর বক্তব্যের ভিত্তিতে পুনরায় জামিন মঞ্জুর করেন এবং জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলির সাথে কোনো সম্পৃক্ততা দেখাতে ব্যর্থ হন।

২৫. তদনুসারে, আপিল মঞ্জুর করা হলো এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একক বিচারকের ৮ জুন ২০২১ তারিখের এস.বি. ফৌজদারি জামিন বাতিল আবেদন নং ২১/২০২০-এর বিতর্কিত আদেশ বাতিল করা হলো। ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রথম বিবাদীকে জামিন মঞ্জুর করার আদেশ বাতিল থাকবে।

১৪ এস.বি. ফৌজদারি বিবিধ জামিন বাতিল আবেদন নং ২১/২০২০।

প্রথম প্রতিবাদীকে ২০২১ সালের ৭ নভেম্বরের মধ্যে বা তার আগে হেফাজতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

২৬. এই রায়ের সময় করা পর্যবেক্ষণগুলি শুধুমাত্র প্রথম প্রতিবাদীর জামিন মঞ্জুর করার বিবেচনার জন্য এবং মামলার গুণাগুণের উপর এর কোনো প্রভাব থাকবে না।

২৭. বিচারাধীন আবেদন(গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি বলে গণ্য হবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল মঞ্জুর করা হলো।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen